50

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 17 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৭ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার আহবান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা নিয়ে ভিসি ও ছাত্রলীগ সভাপতির মধ্যে বিবৃতিযুদ্ধ শুরু

আবদুল মালেক ॥ মুজিববাদী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধের জের ধরে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি ও ভাইস চ্যান্সেলরের মধ্যে এখন বিবৃতি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পরস্পরবিরোধী অত্যন্ত স্পর্শকাতর এসব বক্তব্যের সত্যতা খুঁজতে গিয়ে "কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সর্বত্র চলছে নানান জল্পনা-কল্পনা। ছাত্র সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে যে, প্রশাসনের পক্ষ হতে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বাস বন্ধের প্রতিবাদে সৃষ্ট ছাত্র আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলরকে দায়ী করে বলেছেন যে, ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা ভাইস চ্যান্সেলরের পাতানো খেলা। বাস চালুর দাবীতে চলমান আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ছাত্রলীগ নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসীকে ভাড়া করে সেই বন্দুকযুদ্ধ ঘটানো হয় এবং পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের মত কোন ঘটনা ক্যাম্পাসে ঘটেনি।

একইভাবে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র ঐক্যের পক্ষ হতে বলা হয় যে, ১২ আগস্টের ঘটনা ছাত্র আন্দোলন বানচাল করার জন্য কর্তৃপক্ষের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এমনকি মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ছাত্রলীগের দুই নেতাকে বশীভূত করে কর্তৃপক্ষ ধুম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।"

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান এসব বক্তব্যকে 'অসত্য' বলে উল্লেখ করে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে আমার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অসত্য বক্তব্য দুঃখজনক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, তিনি কোন পাতানো খেলায় বা ছাত্র নেতাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে অভ্যস্ত নন এবং এ ধরনের নোংরা রাজনীতিতে অভ্যস্ত নন। ভিসির এই বক্তব্যের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী গতকাল সোমবার অপর এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিয়েছেন। এতে তিনি বলেন, শিক্ষক হিসেবে নয়, ছাত্রলীগের দাবী আদায়ের জন্য প্রশাসক ভিসির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। বিবৃতিতে বলা হয়, গতবছর বর্তমান ভিসির নেতৃত্বাধীন প্রশাসন অযৌক্তিকভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের ফি ১০-৩০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। এছাড়া ৫০ টাকার স্থলে ৩৬০ টাকা বাসভাড়া নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারপরেও অযৌক্তিকভাবে স্বৈরাচারী কায়দায় এই বর্ষাকালে বাস বন্ধ করে দেন। এর প্রতিবাদে ১১ দিন আন্দোলনের পরও ছাত্রদের সঙ্গে ভিসি কোন আলোচনায় বসেননি।

এমনকি সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতারের অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি। তার পরের দিনই ১২ আগস্ট পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের দ্বারা বন্দুকযুদ্ধ ঘটানো হয় এবং ৩ ঘন্টার মধ্যেই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রলীগ সভাপতি আরো জানান, গত ১২ আগস্টের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীরা জড়িত না হওয়া সত্ত্বেও ভার্সিটি বন্ধ করে ছাত্র-ছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দূরভিসন্ধিমূলক ও রহস্যজনক।

ভিসির সাথে বিবৃতি যুদ্ধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ষোল হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থে এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তিনি অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, রাষ্ট্রীয় ও একাডেমিক শাস্তি, অবিলম্বে ক্যাম্পাস বাস চালু ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানান।

ছাত্রলীগ সভাপতির এসব বক্তব্যের পর সংশ্লিষ্ট মহলে নানান জল্পনাকল্পনা চলছে। কোন কোন মহলের ধারণা যে, ১২ আগস্ট সংঘটিত সংঘর্ষ যদি পাতানো খেলা হয়, তাহলে এর পেছনে লেনদেন হয়েছে কত? ছাত্রলীগের একটি সূত্র দাবী করেছে যে, বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত দুই গ্রুপ সর্বমোট ৬০ হাজার টাকা পেয়েছে।

অন্যদিকে ছাত্রশিবির গত শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেছে যে, ষোল হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে যে স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্র চলছে, ছাত্রলীগ নেতা ও ভিসির বক্তব্যে তা ফাঁস হয়েছে। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিন্ডিকেটের একজন সদস্য জানিয়েছেন যে, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে বন্দুক যুদ্ধের সময় ৪ জন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শান্তিপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না।

চ. বি. খুলে দেয়ার দাবী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজনৈতিক ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন স্টুডেন্ট সলিডারিটির নেতৃবৃন্দ আগামী ৭ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন। গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারী রাশেদ চৌধুরী এ দাবী জানান।